<u>মূল শব্দাবলীঃ</u>
ভালবাসা
অনুশীলন করা
দেখানো/প্রদর্শন

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
14 August 2026 / 1 Rabiulawal 1448H

<u>নবী করিম (সঃ) এর জন্য আমাদের ভালবাসা</u>

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَىٰ فِي ٱلتَّنْزِيلِ: يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

বরকতময় জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন—তাঁর আদেশসমূহ পালন করুন এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। কেননা, একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই আমরা আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারি।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়—**"আমরা কি সত্যিই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসি?"**—তাহলে আমরা নিঃসংকোচে উত্তর দেব, হ্যাঁ, অবশ্যই। এ প্রসঙ্গে আজকের খুতবা আমাদের প্রত্যেককে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানায়: **আমরা কীভাবে বাস্তবে**

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি? আমাদের কাজকর্ম কি প্রমাণ করে যে, আমাদের এই ভালোবাসা শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমরা বিভিন্নভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি আমাদের **ভালোবাসা প্রকাশ** করতে পারি। কেউ তাঁর দৈনন্দিন শিক্ষা—**সুন্নাহ—অনুশীলন ও অনুসরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন।** কেউ তাঁর প্রশংসায় **কাসিদা বা বুরদাহ** পাঠ করতে ভালোবাসেন। আবার কেউ তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে নিজেদের **কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত করার** চেষ্টা করেন। আমরা যেভাবেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি না কেন, আসুন আমরা তা করা অব্যাহত রাখি—যতক্ষণ তা **ইসলামী শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে** থাকে।

এই খুতবার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের এই **ভালোবাসা জীবনের সর্বত্র প্রকাশ পাওয়া উচিত**—যখন আমরা একা থাকি, পরিবারের সঙ্গে থাকি, সহপাঠী বা সহকর্মীদের সঙ্গে থাকি, এমনকি জনসম্মুখেও। **এসবই রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষার অংশ এবং ইসলামের প্রকৃত চেতনার প্রতিফলন।**

প্রিয় ভাইয়েরা,

সুরা আত তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

অর্থঃ *বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, যে ব্যবসার মন্দা পড়ার ভয় তোমরা কর এবং পছন্দসই বাসস্থান—যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।*

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিষয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি আমাদের **ভালোবাসা বাস্তব জীবনে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।** এই বিষয়টি সামনে রেখে আসুন, আমরা নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে চিন্তা করি, যাতে তাঁর প্রতি আমাদের **ভালোবাসা আমাদের কাজকর্ম ও জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।**

প্রথমত: তাঁর সুন্নাহ শিখুন এবং তা অনুশীলন করুন

যোগ্য ও বিশ্বস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করুন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর সুন্নাহ সম্পর্কে জানুন এবং তা **জীবনে অনুশীলন করুন**। কারণ, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা তাঁর প্রতি আমাদের **ভালোবাসাকে আরও গভীর করে।** আমরা যত বেশি তাঁর সুন্নাহ অনুশীলন করব, ততই আমরা এর সৌন্দর্য ও কল্যাণ অনুভব করব এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলোও জানতে ও **অনুশীলন করতে** আরও আগ্রহী হয়ে উঠব।

দ্বিতীয়ত: কাজের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালোবাসা একটি দায়িত্ব

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সেই সতর্কবাণী স্মরণ করুন যে, **যারা জ্ঞান অর্জন করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের সেই জ্ঞান অনুযায়ী তারা কী আমল করেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে**—যা ইমাম আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন। এই কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা যে প্রতিটি শিক্ষা

অর্জন করি এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর জীবন থেকে যে প্রতিটি শিক্ষা গ্রহণ করি, তা আমাদের কাছে একটি **আমানত**, যার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই দায়িত্ববোধ আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা গড়ে তোলে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত: ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে শুরু করুন এবং ধারাবাহিক থাকুন

প্রিয় মুসল্লিগণ, রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রতি প্রকৃত **ভালোবাসা অবশ্যই কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে হবে।** আমরা ছোট ছোট সুন্নাহর আমল দিয়ে শুরু করতে পারি এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে পালন করতে পারি, যতক্ষণ না তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠে। যেমন, কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে **"বিসমিল্লাহ"** বলা।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন;

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা অল্প হয়।"
(ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

বরকতময় ভাইয়েরা,

এই খুতবার মাধ্যমে আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, **"আমরা কি সত্যিই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালোবাসি?"**—এই প্রশ্নের উত্তর শুধু মুখের কথায় দেওয়া যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ পথচলা—**অন্তরে অনুভূত ভালোবাসা, মুখের কথায় তার প্রকাশ, এবং এরপর সেই ভালোবাসাকে কর্ম ও আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা।**

তাই আজ আমরা যখন এই মসজিদ থেকে বের হব, আসুন আমরা দৃঢ় সংকল্প করি যে, **অন্তত একটি ছোট সুন্নাহ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব**—হোক তা আরও বেশি হাসিমুখে থাকা, কিংবা একে অপরের সঙ্গে আরও সদয় ও সুন্দর আচরণ করা।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মের মাস এবং তাঁর প্রতি **ভালোবাসা প্রকাশের এই মাসের** তাৎপর্যকে সামনে রেখে, আজকের খুতবা আমি ইমাম ইবনু হিব্বান বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে শেষ করতে চাই।

একবার **উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদাতুনা আয়িশা (রাঃ)** রাসুলুল্লাহ (সাঃ).-কে তাঁর জন্য এই দোয়া করতে শুনলেন। দোয়াটির অর্থ হলো:

“হে আল্লাহ! আয়িশার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন, ছোট ও বড়—সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন।”

এই দোয়া শুনে সাইয়্যিদাতুনা আয়িশা (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন:

“হে আয়িশা! এইমাত্র আমার দোয়া শুনে তুমি কি আনন্দিত হয়েছ? জেনে রাখো, আমি আমার উম্মতের প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক নামাজে এই দোয়াই করি।”

সুবহানাল্লাহ! এটাই তো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতের প্রতি ভালোবাসা ও মমতার এক অপূর্ব নিদর্শন।

তাই আসুন, এই সুযোগে আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই দোয়াটি **আমল করি**, তাঁর প্রতি আমাদের **ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে।**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিকার অর্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা?-কে **ভালোবাসে**। আর আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে তাঁর জান্নাতে একত্রিত করেন।

আমিন, ইয়া রাববাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.